গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭-০১-২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : শেখ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ১০.০৩.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বেলা ১১: ০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩৮, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযোজিত

২। সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭-০১-২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনাসমূহ যাতে সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল অংশীজনের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে এ কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হবে। এ উদ্দেশ্যেই আজকের এই সভা আহ্বান করা হয়েছে।' তিনি কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন অংশে বর্নিত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সময়সীমা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত আহ্বান করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে খসড়া কর্মপরিকল্পনা সংশোধন সাপেক্ষে নিম্নরূপভাবে চূড়ান্ত করা হয়:

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	কর্মকাল	মন্তব্য
১.	(ক) চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সকল স্তরের হাসপাতালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করতে হবে।	(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক ও নার্সদের উপস্থিতি মনিটরিং এর লক্ষ্যে বিদ্যমান Apps -কে কাজে লাগিয়ে অথবা নতুন Apps ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে পারে।	(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি/ বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) সকল/ সিভিল সার্জন,(সকল)/ উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল)।	(ক) ৩০ মার্চ, ২০১৯ তারিখের মধ্যে সকল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক যন্ত্র স্থাপন এবং সকল চিকিৎসক/ নার্স/কর্মকর্তা/কর্মচারীর উক্ত যন্ত্র ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যারা বায়োমেট্রিক যন্ত্রে অদ্যাবধি অনিবন্ধিত রয়েছেন তাদের নিবন্ধনের বিষয়টিও একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে।	সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ ও ২/ পার-১/ পার-২/পার-৩ এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে চিকিৎসকদের কর্মস্থলের যথাসময়ে উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
	(খ) উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক ও নার্সদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।	(খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডরমিটরি ও বাসস্থান সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ব্যবস্থা করবেন।	(খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ আগামী ০৪ মাসের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক ও নার্সদের আবাসিক সুবিধাদি বৃদ্ধির বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে সচিব মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করবে।	

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	কর্মকাল	মন্তব্য
২.	ইন্টার্নি চিকিৎসকদের দুই বছর ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম বছর সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরের বছর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করতে হবে				স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
৩.	নার্সদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট ও হালনাগাদ করে তার প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। মিডওয়াইফারিদের উপযুক্ত পদায়ন ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াফারি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, নার্সদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করবেন এবং মিডওয়াইফারিদের যথাযথ পদায়ন ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াফারি)/ মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।	১৬-০২-২০১৯ হতে ২৫-০২-২০১৯ তারিখের মধ্যে নার্সদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট, হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করবে এবং মিডওয়াইফদের পদায়ন ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করবে।	নার্সিং শাখা-১ ও নার্সিং শাখা -২ ও মিডওয়াইফারি শাখা সিটিজেন চার্টার/কর্মপরিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন কিনা সে বিষয়টি মনিটর করবে।
৪.	ইতঃপূর্বেকার নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবায় উপজেলা পর্যায় থেকে রেফারেল সিস্টেম চালু নিশ্চিত করা এবং পর্যায়ক্রম 'Digital Referral System' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যে কোন রোগী প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নির্ধারিত মেডিকেল অফিসারের কাছে চিকিৎসার জন্য যাবে। মেডিকেল অফিসার প্রয়োজন মনে করলে রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় শহর/শহর) এর কাছে রেফার করবেন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত এ নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য সারাদেশে বিভিন্ন টায়ার থেকে বিদ্যমান Referral System ডিজিটালাইজেশনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। একই সাথে উপজেলা থেকে এ ব্যবস্থা চালুর জন্য পরিপত্র জারী করতে হবে।	২৫-০৩-২০১৯ হতে ৩০-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১, হাসপাতাল অনুবিভাগ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক (সকল) রেফারেল সিস্টেম চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
৫.	(ক) কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য নির্ধারিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা অব্যহত রাখা	(ক)কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামেগঞ্জে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং সিভিল সার্জন নিবিড় তদারকি করবেন।	(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট/ সিভিল সার্জন (সকল)/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল) নিবিড় তদারকি করবেন। সিভিল সার্জন কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়মিত পরিদর্শন করে ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয় বরাবর রিপোর্ট করবেন।	(ক) ২৫-০২-২০১৯ হতে ৩০-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করবেন।	প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন-২, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, কমিউনিটি ক্লিনিকের বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবেন।

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	কর্মকাল	মন্তব্য
	(খ) নবগঠিত কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্ট এর মাধ্যমে ক্লিনিকসমূহে কর্মরত কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	(খ) কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতঃ কল্যাণ তহবিল গঠনের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি প্রস্তাব প্রেরণের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ/নির্দেশনা প্রদান।	(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতঃ কল্যাণ তহবিল গঠনের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।	(খ) ১৬-০২-২০১৯ তারিখ হতে ০৩ মাসের মধ্যে কল্যাণ তহবিল গঠনের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রস্তুত করবেন।	প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন-২, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, কমিউনিটি ক্লিনিকের বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবেন।
৬.	নতুন হাসপাতাল স্থাপন ও বিদ্যমান হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত জরিপ পরিচালনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	নতুন হাসপাতাল স্থাপন ও বিদ্যমান হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত তথ্য/উপাত্ত নিয়ে তার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। যেমনঃ কাছাকাছি কোন বড় হাসপাতাল আছে কি-না, রোগীর সংখ্যা কত ইত্যাদি এবং সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে নতুন হাসপাতাল স্থাপন ও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবেনা।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও হাসপাতাল অনুবিভাগ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় পরিচালক, সিভিল সার্জনসহ সকলকে জানিয়ে দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
৭.	(ক) অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম জোরদার (খ) ৮টি বিভাগীয় শহরে ১০০ শয্যার ক্যান্সার ইউনিট/হাসপাতাল ও ১০০ শয্যার কিডনি ইউনিট/হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	৭(ক) (i) অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম, ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র / ছাত্রীদের সাথে সভা/ সমাবেশ করা যেতে পারে। (ii) সহজে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এমন পাবলিক প্লেস যেমন- বাসস্ট্যান্ড, বাজার, রাস্তার মোড় প্রভৃতি জায়গায় সচেতনতামূলক বিবৃতিসহ বিল বোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে। (iii) বিভিন্ন পেশাজীবীদের সচেতন করার জন্য তাদের নিকট সচেতনতামূলক লিফলেট প্রেরণ করা যেতে পারে। (iv) বেতার/টেলিভিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যেতে পারে।	(ক) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর / প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো/ সিভিল সার্জন (সকল)	(ক)১৬-০২-২০১৯ তারিখ হতে ০১ মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	কর্মকাল	মন্তব্য
		(খ) টেলিভিশনসহ মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য ভিডিও ক্লিপ প্রস্তুত করবেন ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সভায় জনস্বাস্থ্য (পুষ্টি বিশ্রাম, দৈনন্দিন ব্যায়াম, খাদ্যা অভ্যাস) বিষয়ে আলোচনা করবেন। এসব বিষয় অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধি করছে তা সকলকে অবহিত করতে হবে (খ) বিভাগীয় শহরে ক্ষেত্রে ক্যান্সার ও কিডনী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগামী অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।	(খ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) অনুবিভাগ, মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(খ) আগামী ০৫ (পাঁচ) মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	
৮.	হাসপাতালসমূহে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে।	আধুনিক হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করার লক্ষ্যে ইটিপি অথবা ইনসিনারেশন (Incenaration Plant) স্থাপন করা যায়।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) সকল/ সিভিল সার্জন, (সকল)/ উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল) ও বেসরকারি হাসপাতালের পরিচালক (সকল) ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এনজিও ব্যুরো সিটি কর্পোরেশন।	১৬-০২-২০১৯ তারিখ হতে ০১ মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) অনুবিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিষয়টি মনিটর করবেন।
৯.	আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কোন হাসপাতালে কোন ধরনের ঔষধ কত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা দরকার, সে বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও পরিচালক, সিএমএসডি	১৬-০২-২০১৯ তারিখ হতে ০২ মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন	অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন ও আইন) অনুবিভাগ বিষয়টি মনিটর করবেন।
১০.	পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে ১টি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজ ব্যতীত	উন্নয়ন অনুবিভাগ যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন করবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ		স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	কর্মকাল	মন্তব্য
	অন্যান্য মেডিকেল কলেজ স্ব-স্ব বিভাগে অবস্থিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে।				
১১.	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ আগামী ৩ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং একই সাথে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রফেশনাল এসোসিয়েটস লিমিটেড এর সাথে সমন্বয় করে হাসপাতাল সম্প্রসারণ এর কাজ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অনুবিভাগ/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও প্রফেশনাল এসোসিয়েটস লিমিটেড, গণপূর্ত, স্থাপত্য অধিদপ্তর, পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাস্তবায়ন করবেন।	১৬-০২-২০১৯ তারিখ হতে ০৬ মাসের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অনুবিভাগ বিষয়টি মনিটর করবেন।
১২.	সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-জিপি) ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে হবে।	পিপিআর কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য সকল Procuting Entity-কে পত্র দিতে হবে। একই সাথে ইজিপি পদ্ধতিতে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা/ পরিপত্র জারী করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ প্রধান/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার প্রধান এবং সকল লাইন ডিরেক্টর, সিএমএসডি, এইচইডি, সিভিল সার্জন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বাস্তবায়ন করবেন।		সকল অনুবিভাগ প্রধান /সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার প্রধান এবং সকল লাইনডিরেক্টর বিষয়টি মনিটর করবেন।
১৩.	বিদ্যমান মেডিকেল যন্ত্রপাতি সচল রাখা এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	(ক) মেডিকেল যন্ত্রপাতি মনিটরিং সফট্ওয়্যার ইনস্টল করা। (খ) বিদ্যমান এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার আপডেট করা। (গ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি সচল রাখা ও তার সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।	চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি বিষয়টি বাস্তবায়ন করবেন।	**১৬-০২-২০১৯ তারিখ হতে ২৮-০২-২০১৯ তারিখের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।**	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল/প্রশাসন) বিষয়টি মনিটর করবেন।

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	কর্মকাল	মন্তব্য
১৪.	নতুন করে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকেই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টিরও ব্যবস্থা রাখতে হবে।	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।	উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা প্রধানগণ।	যথাসময়ে	অতিরিক্ত সচিব (আঃব্যঃঅঃ) /যুগ্মসচিব (প্রবা) / যুগ্মপ্রধান বিষয়টি মনিটর করবেন।

স্বাঃ/-
১৪/০৩/১৯ খ্রিঃ
(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.১৪০.০০৬.০০.০০.০০১.১৮-৪৬৭ তারিখঃ ৩১/০৩/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। লাইন ডাইরেক্টর, কমিউনিটি ক্লিনিক, মহাখালী, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সদয় অবগতির জন্য)।
৮। প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, মহাখালী, ঢাকা।
৯। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
১০। ওয়ার্কসপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১১। সিভিল সার্জন, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(শাহিনা খাতুন)
উপসচিব